ত্রিংশতি অধ্যায়

ভগবান কপিলদেব কর্তৃক অশুভ সকাম কর্মের বর্ণনা

শ্লোক ১

কপিল উবাচ

তস্যৈতস্য জনো নূনং নায়ং বেদোরুবিক্রমম্ ।
কাল্যমানোঽপি বলিনো বায়োরিব ঘনাবলিঃ ॥ ১ ॥

কপিলঃ উবাচ—ভগবান কপিলদেব বললেন; **তস্য এতস্য**—এই কালের; **জনঃ**—ব্যক্তি; **নূনম্**—নিশ্চয়ই; **ন**—না; **অয়ম্**—এই; **বেদ**—জানেন; **উরু-বিক্রমম্**—মহান পরাক্রম; **কাল্যমানঃ**—বহন করে নিয়ে যায়; **অপি**—যদিও; **বলিনঃ**—শক্তিশালী; **বায়োঃ**—বায়ুর; **ইব**—মতো; **ঘন**—মেঘের; **আবলিঃ**—পুঞ্জ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—মেঘপুঞ্জ যেমন শক্তিশালী বায়ুর প্রভাব জানে না, ঠিক তেমনই জড় চেতনায় আচ্ছন্ন ব্যক্তি কালের অসীম বিক্রম জানতে পারে না, যার দ্বারা সে চালিত হয়।

তাৎপর্য

মহান রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত চাণক্য বলেছেন যে, কোটি-কোটি টাকার বিনিময়েও এক মুহূর্ত কাল ফিরে পাওয়া যায় না। মূল্যবান সময়ের অপচয়ের ফলে, যে-বিরাট ক্ষতি হয়, তা কোন রকম গণনার দ্বারা হিসাব করা যায় না। মানুষের কাছে যতটুকু সময় রয়েছে, তা জাগতিক অথবা পারমার্থিক উভয় ক্ষেত্রেই, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা উচিত। বদ্ধ জীব একটি বিশেষ শরীরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাস করে, এবং শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সেই স্বল্প সময়ের

মধ্যে কৃষ্ণভক্তি সম্পাদন করতে হয় এবং তার ফলে কালের প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, যারা কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত নয়, তারা তাদের অজ্ঞাতসারে কালের প্রবল শক্তির দ্বারা বিচলিত হয়, ঠিক যেমন বায়ু মেঘপুঞ্জকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

শ্লোক ২

যং যমর্থমুপাদত্তে দুঃখেন সুখহেতবে ।
তং তং ধুনোতি ভগবান্ পুমাঞ্শোচতি যৎকৃতে ॥ ২ ॥

যম্ যম্—যা কিছু; **অর্থম্**—বস্তু; **উপাদত্তে**—উপার্জন করে; **দুঃখেন**—ক্লেশ স্বীকার করে; **সুখ-হেতবে**—সুখের জন্য; **তম্ তম্**—তা; **ধুনোতি**—বিনাশ করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুমান্**—মানুষ; **শোচতি**—শোক করে; **যৎ-কৃতে**—যে কারণে।

অনুবাদ

তথাকথিত সুখের জন্য জড়বাদীরা অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে যে-সব প্রয়োজনীয় বস্তু উপার্জন করে, কালরূপে পরমেশ্বর ভগবান তা সবই বিনাশ করেন, এবং সেই জন্য বদ্ধ জীবেরা শোক করে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিরূপে কালের প্রধান কার্য হচ্ছে সব কিছু ধ্বংস করা। জড়বাদীরা জড় চেতনায় অর্থনৈতিক উন্নতির নামে কত বস্তু উৎপাদনের কাজে ব্যস্ত। তারা মনে করে যে, জড়-জাগতিক প্রয়োজনগুলি পূরণ করার ফলে মানুষ সুখী হবে, কিন্তু তারা ভুলে যায় যে, তারা যা কিছু সৃষ্টি করেছে, তা সবই কালের প্রভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে, আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীতে কত শক্তিশালী সম্রাটেরা বহু কষ্ট স্বীকার করে এবং বহু অধ্যবসায়ের ফলে, তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু কালের প্রভাবে তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মূর্খ জড়বাদীরা বুঝতে পারে না যে, কেবল জড়-জাগতিক প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি উৎপাদন করে তারা তাদের সময়ের অপচয় করছে, কারণ কালের প্রভাবে সেই সবই বিনষ্ট হয়ে যাবে। জনসাধারণের অজ্ঞতার ফলেই এই শক্তির অপব্যয় হচ্ছে, কারণ তারা জানে না যে, তারা নিত্য এবং তাদের এক নিত্য বৃত্তিও রয়েছে। তারা জানে না যে, কোন এক বিশেষ

শরীরে জীবনের অবধি তার অন্তহীন যাত্রায় একটি পলকের মতো। সেই সত্য না জেনে, তারা এই অতি ক্ষুদ্র এক পলকের জীবনকে সর্বস্ব বলে মনে করে, এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনে তারা তাদের সময়ের অপচয় করে।

শ্লোক ৩

যদধ্রুবস্য দেহস্য সানুবন্ধস্য দুর্মতিঃ ।
ধ্রুবাণি মন্যতে মোহাদ্ গৃহক্ষেত্রবসূনি চ ॥ ৩ ॥

যৎ—যেহেতু; অধ্রুবস্য—অনিত্য; দেহস্য—দেহের; স-অনুবন্ধস্য—সম্পর্কিত যা; দুর্মতিঃ—পথভ্রষ্ট ব্যক্তি; ধ্রুবাণি—নিত্য; মন্যতে—মনে করে; মোহাৎ—অজ্ঞানতাবশত; গৃহ—গৃহ; ক্ষেত্র—ভূমি; বসূনি—সম্পদ; চ—এবং।

অনুবাদ

পথভ্রষ্ট জড়বাদী ব্যক্তি জানে না যে, তার দেহটি অনিত্য, এবং তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত গৃহ, ক্ষেত্র এবং সম্পদ—সেই সবও অনিত্য। অজ্ঞানতাবশত সে সব কিছুকে নিত্য বলে মনে করে।

তাৎপর্য

একজন জড়বাদী মনে করে যে, কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত ভক্তেরা পাগল এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে তারা তাদের সময় নষ্ট করছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে জানে না যে, সে নিজেই হচ্ছে অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন এক বদ্ধ পাগল, কারণ সে তার দেহটিকে নিত্য বলে মনে করছে, এবং তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত গৃহ, দেশ, সমাজ এবং অন্য সমস্ত বস্তুগুলিকেও নিত্য বলে মনে করছে। জড়বাদীদের গৃহ, ক্ষেত্র ইত্যাদিকে নিত্য বলে মনে করাকে বলা হয় *মায়া*। সেই কথা এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। *মোহাদ্ গৃহক্ষেত্রবসূনি*—কেবল মোহবশত জড়বাদীরা তাদের গৃহ, তাদের ক্ষেত্র, তাদের ধন-সম্পত্তি ইত্যাদিকে চিরস্থায়ী বলে মনে করে। এই মোহ থেকে পারিবারিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, অর্থনৈতিক উন্নতি, যেগুলিকে আধুনিক সভ্যতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়, সেইগুলির বিকাশ হয়েছে। কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি জানেন যে, মানব-সমাজের এই অর্থনৈতিক উন্নতি কেবল অনিত্য মায়া।

শ্রীমদ্ভাগবতের আর এক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেহকে আত্মা বলে মনে করা, এই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের আত্মীয় বলে মনে করা এবং

নিজের জন্মভূমিকে পূজ্য বলে মনে করা পাশবিক সভ্যতার পরিণতি। কিন্তু, কেউ যখন কৃষ্ণভাবনায় আলোক প্রাপ্ত হন তখন তিনি সেইগুলি ভগবানের সেবায় ব্যবহার করতে পারেন। সেইটি একটি অত্যন্ত উপযুক্ত প্রস্তাব। সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত। যখন সমস্ত অর্থনৈতিক উন্নতি এবং জড় প্রগতি কৃষ্ণভাবনার প্রসারের জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন প্রগতিশীল জীবনের এক নতুন অবস্থার উদয় হয়।

শ্লোক ৪

জন্তুর্বৈ ভব এতস্মিন্ যাং যাং যোনিমনুব্রজেৎ ।
তস্যাং তস্যাং স লভতে নির্বৃতিং ন বিরজ্যতে ॥ ৪ ॥

জন্তুঃ—জীব; বৈ—নিশ্চয়ই; ভবে—সংসারে; এতস্মিন্—এই; যাম্ যাম্—যা কিছু; যোনিম্—যোনি; অনুব্রজেৎ—প্রাপ্ত হয়; তস্যাম্ তস্যাম্—সেই সেই; সঃ—তিনি; লভতে—লাভ করেন; নির্বৃতিম্—সন্তোষ; ন—না; বিরজ্যতে—বিরক্ত হয়।

অনুবাদ

জীব এই সংসারে যে যেই যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, সেই যোনিতেই সে বিশেষ সন্তোষ লাভ করে, এবং সেই অবস্থায় সে কখনও বিরক্ত হয় না।

তাৎপর্য

জীব কোন বিশেষ শরীরে, তা যতই ঘৃণ্য হোক না কেন, যে সন্তোষ উপভোগ করে, তাকে বলা হয় মায়া। উচ্চতর পদে রয়েছে যে মানুষ, সে নিম্ন স্তরের মানুষের জীবনের প্রতি বিরক্তি অনুভব করতে পারে, কিন্তু নিম্ন স্তরের মানুষটি মায়ার প্রভাবে সেই অবস্থাতেই তৃপ্ত। মায়ার কার্যের দুইটি অবস্থা রয়েছে। একটিকে বলা হয় *প্রক্ষেপাত্মিকা*, এবং অন্যটিকে বলা হয় *আবরণাত্মিকা*। *আবরণাত্মিকা* মানে হচ্ছে 'আচ্ছাদনকারী', এবং *প্রক্ষেপাত্মিকা* মানে হচ্ছে 'নীচে ফেলে দেওয়া'। জীবনের যে-কোন অবস্থাতেই, জড়বাদী ব্যক্তিরা অথবা পশুরা সন্তুষ্ট থাকে, কারণ তাদের জ্ঞান মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন। জীবনের নিম্ন স্তরে বা নিম্ন যোনিতে চেতনার বিকাশ এতই কম যে, সে বুঝতে পারে না সে সুখী না দুঃখী। এইটিকে বলা হয় *আবরণাত্মিকা*। বিষ্ঠাভোজী শূকরও নিজেকে সুখী বলে মনে করে, যদিও উচ্চতর শ্রেণীর ব্যক্তি দেখতে পায় যে, একটি শূকর হচ্ছে বিষ্ঠাভোজী। সেই জীবনটি কত ঘৃণ্য!

শ্লোক ৫

নরকস্থোঽপি দেহং বৈ ন পুমাংস্ত্যক্তুমিচ্ছতি ।
নারক্যাং নির্বৃতৌ সত্যাং দেবমায়াবিমোহিতঃ ॥ ৫ ॥

নরক—নরকে; স্থঃ—অবস্থিত; অপি—সত্ত্বেও; দেহম্—দেহ; বৈ—বাস্তবিক পক্ষে; ন—না; পুমান্—মানুষ; ত্যক্তুম্—ত্যাগ করতে; ইচ্ছতি—ইচ্ছা করে; নারক্যাম্—নারকীয়; নির্বৃতৌ—ভোগ; সত্যাম্—অস্তিত্ব; দেব-মায়া—শ্রীবিষ্ণুর মায়ার দ্বারা; বিমোহিতঃ—মোহাচ্ছন্ন।

অনুবাদ

যে বিশেষ যোনিতে বদ্ধ জীব রয়েছে, তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে। মায়ার আবরণাত্মক প্রভাবের দ্বারা বিমোহিত হয়ে, নরকে থাকলেও, তার সেই শরীরকে সে ত্যাগ করতে চায় না, কারণ সেই নারকীয় অবস্থাকেই সে সুখকর বলে মনে করে।

তাৎপর্য

শোনা যায় যে, এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর দুর্ব্যবহারের জন্য তাঁর গুরুদেব বৃহস্পতির দ্বারা শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন, এবং এই পৃথিবীতে একটি শূকররূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। বহুকাল পরে যখন ব্রহ্মা তাঁকে স্বর্গলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান, তখন স্বর্গলোকে তাঁর দেবরাজের পদ বিস্মৃত ইন্দ্র স্বর্গলোকে ফিরে যেতে নারাজ হন। এইটি হচ্ছে মায়ার সম্মোহনী শক্তি। ইন্দ্র পর্যন্ত তাঁর স্বর্গলোকের জীবনের কথা ভুলে গিয়ে, একটি শূকরের জীবন লাভ করে সন্তুষ্ট থাকে। মায়ার প্রভাবে বদ্ধ জীবেরা তাদের বিশেষ শরীরের প্রতি এত আসক্ত হয়ে পড়ে যে, তাকে যদি বলা হয়, "এই শরীরটি ত্যাগ কর, তা হলে এখনই একটি রাজার শরীর প্রাপ্ত হবে," সেই প্রস্তাবে সে রাজি হবে না। এই আসক্তি সমস্ত বদ্ধ জীবেদের অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঘোষণা করছেন, "এই জড় জগতে সব কিছু পরিত্যাগ কর। আমার কাছে এস, তা হলে আমি তোমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করব।" কিন্তু আমরা তাঁর সেই প্রস্তাব গ্রহণ করছি না। আমরা মনে করছি, "আমরা বেশ ভালই আছি। কেন আমরা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হব এবং তাঁর ধামে ফিরে যাব?" একেই বলা হয় মায়া। প্রত্যেকেই তার জীবনের স্তরে সন্তুষ্ট, তার সেই জীবন যতই জঘন্য হোক না কেন।

শ্লোক ৬

আত্মজায়াসুতাগারপশুদ্রবিণবন্ধুষু ।
নিরূঢ়মূলহৃদয় আত্মানং বহু মন্যতে ॥ ৬ ॥

আত্ম—শরীর; **জায়া**—পত্নী; **সুত**—সন্তান-সন্ততি; **অগার**—গৃহ; **পশু**—পশু; **দ্রবিণ**—সম্পদ; **বন্ধুষু**—বন্ধুদের; **নিরূঢ়-মূল**—বদ্ধমূল; **হৃদয়ঃ**—হৃদয়; **আত্মানম্**—নিজেকে; **বহু**—সুউচ্চ; **মন্যতে**—মনে করে।

অনুবাদ

দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন, বন্ধু প্রভৃতির প্রতি গভীর আসক্তির ফলে, জীব তার জড়-জাগতিক জীবনে এই প্রকার সন্তোষ অনুভব করে। এই প্রকার সঙ্গ প্রভাবে বদ্ধ জীব নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করে।

তাৎপর্য

মানব-জীবনের এই তথাকথিত পূর্ণতা মনগড়া কল্পনা মাত্র। তাই বলা হয় যে, জড়বাদীদের জড় গুণে যতই গুণবান বলে মনে করা হোক না কেন, প্রকৃত পক্ষে তাদের কোন গুণই নেই, কারণ তারা কেবল মনোরথে বিচরণ করছে, যা তাদের পুনরায় অনিত্য জড়-জাগতিক অস্তিত্বে অধঃপতিত করবে। যারা মনোধর্মী, তারা কখনও চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারে না। এই প্রকার মানুষ পুনরায় জড়-জাগতিক জীবনে অধঃপতিত হতে বাধ্য। তথাকথিত সমাজ, বন্ধুত্ব এবং ভালবাসার সংসর্গের ফলে, বদ্ধ জীব আপাত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট বলে মনে হয়।

শ্লোক ৭

সন্দহ্যমানসর্বাঙ্গ এষামুদ্বহনাধিনা ।
করোত্যবিরতং মূঢ়ো দুরিতানি দুরাশয়ঃ ॥ ৭ ॥

সন্দহ্যমান—দগ্ধ; **সর্ব**—সমস্ত; **অঙ্গঃ**—দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; **এষাম্**—পরিবারের এই সমস্ত সদস্যদের; **উদ্বহন**—ভরণ-পোষণের জন্য; **আধিনা**—উৎকণ্ঠাযুক্ত; **করোতি**—করে; **অবিরতম্**—সর্বদা; **মূঢ়ঃ**—মূর্খ; **দুরিতানি**—পাপ কর্ম; **দুরাশয়ঃ**—পাপমতি।

অনুবাদ

উৎকণ্ঠায় সর্বক্ষণ দগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, এই প্রকার মূর্খেরা তাদের তথাকথিত কুটুম্বদের ভরণ-পোষণের জন্য দুরাশাগ্রস্ত হয়ে, সর্বদা নানা প্রকার পাপকার্যে লিপ্ত হয়।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, একটি বিশাল সাম্রাজ্য চালানোর থেকে একটি ক্ষুদ্র পরিবারের ভরণ-পোষণ করা কঠিন, বিশেষ করে এখনকার দিনে, যখন কলি যুগের প্রভাব এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, মায়ার পরিবার স্বীকার করার ফলে, সকলেই সর্বদা বিচলিত এবং উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। যে পরিবারের ভরণ-পোষণ আমরা করি, তা মায়ার দ্বারা সৃষ্ট; তা কৃষ্ণলোকের পরিবারের বিকৃত প্রতিফলন। কৃষ্ণলোকেও পরিবার, বন্ধু, সমাজ, পিতা-মাতা—সব কিছুই রয়েছে; কিন্তু সেখানে সবই নিত্য। এখানে, যখন আমরা দেহ পরিবর্তন করি, তখন আমাদের পারিবারিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন হয়। কখনও আমরা মানুষের পরিবারে, কখনও দেবতাদের পরিবারে, কখনও বিড়ালের পরিবারে অথবা কখনও কুকুরের পরিবারে জন্ম গ্রহণ করি। পরিবার, সমাজ এবং বন্ধুত্ব ক্ষণস্থায়ী, তাই তাকে বলা হয় অসৎ। কথিত হয় যে, যতক্ষণ আমরা এই অসৎ, অনিত্য, অলীক সমাজ এবং পরিবারের প্রতি আসক্ত হই, ততক্ষণ আমরা সর্বদাই উৎকণ্ঠায় পূর্ণ থাকি। জড়বাদীরা জানে না যে, এই জড় জগতে পরিবার, সমাজ ও বন্ধুত্ব প্রতিবিম্ব মাত্র, এবং এইভাবে তারা তাদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবে তাদের হৃদয় সর্বদা দগ্ধ হয়, কিন্তু সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও, তারা এই মিথ্যা পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, কারণ শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে প্রকৃত পরিবারের সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না।

শ্লোক ৮

আক্ষিপ্তাত্মেন্দ্রিয়ঃ স্ত্রীণামসতীনাং চ মায়য়া ।
রহোরচিতয়ালাপৈঃ শিশূনাং কলভাষিণাম্ ॥ ৮ ॥

আক্ষিপ্ত—মোহিত; **আত্ম**—হৃদয়; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **স্ত্রীণাম্**—রমণীদের; **অসতীনাম্**—মিথ্যা; **চ**—এবং; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **রহঃ**—নির্জন স্থানে;

রচিতয়া—প্রদর্শিত; **আলাপৈঃ**—কথাবার্তার দ্বারা; **শিশূনাম্**—শিশুদের; **কল-ভাষিণাম্**—মিষ্টি কথার দ্বারা।

অনুবাদ

যে রমণী মায়ার দ্বারা তাকে মোহিত করে, তাকেই সে তার হৃদয় এবং ইন্দ্রিয় অর্পণ করে। নির্জন স্থানে সে তার আলিঙ্গন এবং গোপন আলাপের দ্বারা তার সঙ্গসুখ উপভোগ করে, এবং শিশুদের আধ-আধ মিষ্টি বুলিতে সে মুগ্ধ হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

মায়ার রাজ্যের ভিতর পারিবারিক জীবন শাশ্বত জীবের পক্ষে ঠিক একটি কারাগারের মতো। কারাগারে কয়েদি লৌহ-শৃঙ্খল এবং লৌহ-পিঞ্জরের দ্বারা বন্দি থাকে। তেমনই বদ্ধ জীব রমণীর মনোহর সৌন্দর্যের দ্বারা, নির্জন স্থানে তার আলিঙ্গনের দ্বারা, তথাকথিত প্রেম আলাপের দ্বারা, এবং তার শিশু-সন্তানদের আধ-আধ বুলির দ্বারা বন্দি হয়ে রয়েছে। এইভাবে সে তার প্রকৃত পরিচয় ভুলে যায়।

এই শ্লোকে *স্ত্রীণামসতীনাম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, রমণীর প্রেম কেবল পুরুষের মনকে বিচলিত করার জন্য। প্রকৃত পক্ষে এই জড় জগতে প্রেম বলে কিছু নেই। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই কেবল তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি চায়। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য স্ত্রী এক মায়িক প্রেম সৃষ্টি করে, এবং পুরুষ সেই মায়িক প্রেমে মোহিত হয়ে, তার প্রকৃত কর্তব্য বিস্মৃত হয়। এই প্রকার মিলনের ফলে যখন সন্তান উৎপন্ন হয়, তখন পরবর্তী আকর্ষণ হচ্ছে সেই শিশুর আধ-আধ মিষ্টি বুলি। গৃহে স্ত্রীর প্রেম এবং শিশুর মিষ্টি বুলি মানুষকে খুব ভালভাবে বন্দি করে রাখে, এবং তার ফলে সে তার গৃহ ত্যাগ করতে পারে না। বেদের ভাষায় এই প্রকার ব্যক্তিকে বলা হয় *গৃহমেধী*, অর্থাৎ 'যার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে তার গৃহ।' গৃহস্থ হচ্ছেন তিনি, যিনি তাঁর পরিবার, পত্নী এবং সন্তানদের সঙ্গে থাকেন, কিন্তু তাঁর জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি বিকশিত করা। তাই মানুষকে গৃহস্থ হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়, গৃহমেধী হতে নয়। গৃহস্থের একমাত্র চিন্তা হচ্ছে মায়া-রচিত পারিবারিক জীবন থেকে মুক্ত হয়ে, কি করে শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত পরিবারে প্রবেশ করা যায়; আর গৃহমেধীদের কাজ হচ্ছে তথাকথিত পারিবারিক জীবনে নিজেকে জন্ম-জন্মান্তরে বার বার জড়িয়ে ফেলে নিরন্তর মায়ার অন্ধকারে থাকা।

শ্লোক ৯

গৃহেষু কূটধর্মেষু দুঃখতন্ত্রেষ্বতন্দ্রিতঃ ।
কুর্বন্‌দুঃখপ্রতীকারং সুখবন্মন্যতে গৃহী ॥ ৯ ॥

গৃহেষু—পারিবারিক জীবনে; **কূট-ধর্মেষু**—শাঠ্য আচরণ; **দুঃখ-তন্ত্রেষু**—দুঃখ বিস্তারকারী; **অতন্দ্রিতঃ**—সতর্ক; **কুর্বন্**—করে; **দুঃখ-প্রতীকারম্**—দুঃখের নিবৃত্তি; **সুখ-বৎ**—সুখের মতো; **মন্যতে**—মনে করে; **গৃহী**—গৃহব্রত।

অনুবাদ

আসক্ত গৃহব্রত ব্যক্তি কূটনীতি এবং রাজনীতিতে পূর্ণ পারিবারিক জীবনে অবস্থান করে। সর্বদা দুঃখ বিস্তার করে এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে, সে তার দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের জন্যই কেবল কর্ম করে। যদি সে সেই দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনে সমর্থ হয়, তখন সে নিজেকে সুখী বলে মনে করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান স্বয়ং ঘোষণা করেছেন যে, এই জড় জগৎ অশাশ্বত এবং দুঃখময়। এই জড় জগতে ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক সামাজিক অথবা রাষ্ট্রীয় সুখের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুখের নামে যা কিছু হচ্ছে, তা সবই মায়া। এই জড় জগতে, সুখ মানে হচ্ছে দুঃখের নিবৃত্তি সাধনে সফল হওয়া। এই জড় জগৎ এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে, কেউ যদি চতুর কূটনীতিজ্ঞ হতে না পারে, তা হলে তার জীবন ব্যর্থ হয়। কেবল মানব-সমাজেই নয়, পশু, পক্ষী, মৌমাছি ইত্যাদি নিম্নতর স্তরের জীব-সমাজেও আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনের দৈহিক প্রয়োজনগুলি চতুরতার সঙ্গে পূরণ করা হয়। মানব-সমাজে রাষ্ট্রীয় স্তরে অথবা ব্যক্তিগত স্তরে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হয়, এবং সেই প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভের জন্য সমগ্র মানব-সমাজ কূটনীতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, সমস্ত কূটনীতি এবং জীবন-সংগ্রামে সমস্ত বুদ্ধিমত্তা সত্ত্বেও, পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে নিমেষের মধ্যে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। তাই, এই সংসারে সুখী হওয়ার জন্য আমাদের সমস্ত প্রয়াস মায়া-রচিত মোহ মাত্র।

শ্লোক ১০

অর্থৈরাপাদিতৈর্গুর্ব্যা হিংসয়েতস্ততশ্চ তান্ ।
পুষ্ণাতি যেষাং পোষেণ শেষভুগ্‌যাত্যধঃ স্বয়ম্ ॥ ১০ ॥

অর্থৈঃ—ধন-সম্পদের দ্বারা; **আপাদিতৈঃ**—অর্জিত; **গুর্ব্যা**—মহান; **হিংসয়া**—হিংসার দ্বারা; **ইতঃ-ততঃ**—সর্বত্র; **চ**—এবং; **তান্**—তাদের (পরিবারের সদস্যদের); **পুষ্ণাতি**—পালন করে; **যেষাম্**—যাদের; **পোষেণ**—পালন-পোষণের ফলে; **শেষ**—অবশিষ্ট; **ভুক্**—ভোজন; **যাতি**—যায়; **অধঃ**—নিম্নাভিমুখী; **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

সে ইতস্তত হিংসা আচরণ করে ধন-সম্পদ অর্জন করে, এবং যদিও তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য সে তা করে, কিন্তু সে নিজে কেবল সেই অর্থের দ্বারা কেন্য খাদ্যের স্বল্প মাত্র অংশই আহার করে, এবং এইভাবে যাদের জন্য সে অন্যায়ভাবে ধন সংগ্রহ করেছিল, তাদেরই জন্য সে নরকগামী হয়।

তাৎপর্য

বাংলায় একটি প্রবাদ আছে 'যার জন্য করি চুরি, সেই বলে চোর।' পরিবারের যে-সমস্ত সদস্যদের জন্য বিষয়াসক্ত মানুষ নানাবিধ পাপকর্মে রত হয়, তারা কখনই সন্তুষ্ট হয় না। মোহের বশে বিষয়াসক্ত মানুষ পরিবারের এই সমস্ত সদস্যদের সেবা করে, এবং তাদের সেবা করার ফলে, তাকে জীবনের নারকীয় অবস্থায় প্রবেশ করতে হয়। যেমন, একটি চোর তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য চুরি করে, এবং সে যখন ধরা পড়ে, তখন তাকে কারাগারে দণ্ডভোগ করতে হয়। জড় অস্তিত্বের এবং জড়-জাগতিক সমাজ, বন্ধু এবং প্রেমের এটিই হচ্ছে সারমর্ম। পরিবারের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য সর্বদা ছলে বলে কৌশলে ধন সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে, সে নিজে কিন্তু এই প্রকার পাপ কর্ম ব্যতীত যতটুকু ভোগ করতে পারত, তার থেকে বেশি কিছু ভোগ করতে পারে না। একটি মানুষ যে দিনে এক পোয়া খাবার খায়, কিন্তু তাকে হয়তো একটি বিরাট পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে হয়, এবং পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য যে-কোন উপায়েই হোক না কেন অর্থ সংগ্রহ করতে হয়, কিন্তু সে নিজে তার আহারের ক্ষমতার অতিরিক্ত আর কিছু পায় না, এবং অনেক সময় তাকে তার পরিবারের অন্য সমস্ত সদস্যদের ভুক্তাবশিষ্টই আহার করতে হয়। অন্যায়ভাবে

ধন সংগ্রহ করা সত্ত্বেও, সে নিজে তার জীবন উপভোগ করতে পারে না। এইটিকে বলা হয় মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তি।

সমাজ, দেশ এবং জাতির প্রতি ভ্রমাত্মক সেবার পন্থাটি সর্বত্রই এক প্রকার, এবং তা বড় বড় রাষ্ট্রনেতাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অনেক সময় রাষ্ট্রনেতা, যে তার দেশ-সেবার ফলে অত্যন্ত মহৎ হয়েছে, সেবার ভুলের জন্য তাকে তার দেশবাসীর হাতে নিহত হতে হয়। অর্থাৎ, তার ভ্রমাত্মক সেবার দ্বারা কেউই তার আশ্রিতদের সন্তুষ্ট করতে পারে না, যদিও সেই সেবা থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে না, কেননা সেবা করাই হচ্ছে স্বরূপগত বৃত্তি। জীব তার স্বরূপে পরম পুরুষের বিভিন্ন অংশ, কিন্তু সেই পরম পুরুষের সেবা করার কথা ভুলে গিয়ে, সে অন্যদের সেবায় ব্রতী হয়; তাকে বলা হয় মায়া। অন্যদের সেবা করে সে মনে করে যে, সে হচ্ছে প্রভু। পরিবারের কর্তা মনে করে যে, সে পরিবারের প্রভু অথবা রাষ্ট্রনেতা মনে করে যে, সে রাষ্ট্রের প্রভু, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা দাসত্ব করছে, এবং এইভাবে মায়ার দাসত্ব করার ফলে, তারা ধীরে ধীরে নরকগামী হচ্ছে। অতএব, প্রকৃতিস্থ মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে তাঁর জীবন, তাঁর সমস্ত সম্পদ, তাঁর সমস্ত বুদ্ধি এবং তাঁর কথা বলার সমস্ত শক্তি দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া।

শ্লোক ১১

বার্তায়াং লুপ্যমানায়ামারব্ধায়াং পুনঃ পুনঃ ।
লোভাভিভূতো নিঃসত্ত্বঃ পরার্থে কুরুতে স্পৃহাম্ ॥ ১১ ॥

বার্তায়াম্—যখন তার জীবিকা; **লুপ্যমানায়াম্**—ব্যাহত হয়; **আরব্ধায়াম্**—দায়িত্ব গ্রহণ করে; **পুনঃ পুনঃ**—বার বার; **লোভ**—লোভের দ্বারা; **অভিভূতঃ**—আচ্ছন্ন; **নিঃসত্ত্বঃ**—বিনষ্ট; **পর-অর্থে**—পরের সম্পদে; **কুরুতে স্পৃহাম্**—আকাঙ্ক্ষা করে।

অনুবাদ

যখন তার জীবিকায় সে ব্যর্থ হয়, তখন সে বার বার তার অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে, কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টায় সে যখন ব্যর্থ হয় এবং বিনষ্ট হয়, তখন সে অত্যধিক লোভের কারণে, অন্যের ধন গ্রহণ করে।

শ্লোক ১২

কুটুম্বভরণাকল্পো মন্দভাগ্যো বৃথোদ্যমঃ ।
শ্রিয়া বিহীনঃ কৃপণো ধ্যায়ঞ্শ্বসিতি মূঢ়ধীঃ ॥ ১২ ॥

কুটুম্ব—তার আত্মীয়-স্বজন; ভরণ—ভরণ-পোষণ করতে; অকল্পঃ—অক্ষম হয়ে; মন্দ-ভাগ্যঃ—দুর্ভাগা; বৃথা—নিষ্ফল; উদ্যমঃ—প্রচেষ্টা; শ্রিয়া—সৌন্দর্য, সম্পদ; বিহীনঃ—রহিত; কৃপণঃ—চরম দুর্দশাগ্রস্ত; ধ্যায়ন্—শোক করে; শ্বসিতি—দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে; মূঢ়—মোহগ্রস্ত; ধীঃ—তার বুদ্ধি।

অনুবাদ

যখন সেই দুর্ভাগা তার পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণে অক্ষম হয়ে হতশ্রী হয়, তখন সে তার ব্যর্থতার কথা চিন্তা করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শোক করে।

শ্লোক ১৩

এবং স্বভরণাকল্পং তৎকলত্রাদয়স্তথা ।
নাদ্রিয়ন্তে যথাপূর্বং কীনাশা ইব গোজরম্ ॥ ১৩ ॥

এবম্—এইভাবে; স্ব-ভরণ—তাদের পালন-পোষণে; অকল্পম্—অসমর্থ; তৎ—তার; কলত্র—পত্নী; আদয়ঃ—ইত্যাদি; তথা—সেই প্রকার; ন—না; আদ্রিয়ন্তে—আদর করে; যথা—যেমন; পূর্বম্—পূর্বের মতো; কীনাশাঃ—কৃষক; ইব—মতো; গো-জরম্—বৃদ্ধ বলদ।

অনুবাদ

তাদের পালন-পোষণে তাকে অসমর্থ দেখে, তার পত্নী এবং অন্যান্য আত্মীয়েরা তাকে আর আগের মতো সম্মান করে না, ঠিক যেমন নির্দয় কৃষকেরা বৃদ্ধ বলদকে অযত্ন করে।

তাৎপর্য

কেবল এই যুগেই নয়, অনাদি কাল ধরে উপার্জনে অক্ষম বৃদ্ধ ব্যক্তিকে কেউই পছন্দ করে না। এমন কি বর্তমান যুগেও, কোন কোন জাতি বা দেশে বৃদ্ধদের বিষ দেওয়া হয়, যাতে তারা তাড়াতাড়ি মরে যায়। কোন কোন নরখাদক সমাজে,

বৃদ্ধ পিতামহকে মেরে ফেলে, উৎসব করে তার মাংস খাওয়া হয়। এখানে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, কার্য করতে অক্ষম বৃদ্ধ বলদকে কৃষক চায় না। তেমনই পরিবারে আসক্ত ব্যক্তি যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং উপার্জন করতে অক্ষম হয়, তখন তার পত্নী, পুত্র, কন্যা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে আর পছন্দ করে না, এবং তখন তাকে সম্মান প্রদর্শন করা তো দূরের কথা, তারা তাকে রীতিমতো অবহেলা করে। তাই, বৃদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই পরিবারের আসক্তি পরিত্যাগ করে, পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করাই সমীচীন। মানুষের কর্তব্য পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা, যাতে ভগবান তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন, এবং তিনি যেন আর তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা উপেক্ষিত না হন।

শ্লোক ১৪

তত্রাপ্যজাতনির্বেদো ম্রিয়মাণঃ স্বয়ম্ভূতৈঃ ।
জরয়োপাত্তবৈরূপ্যো মরণাভিমুখো গৃহে ॥ ১৪ ॥

তত্র—সেখানে; অপি—যদিও; অজাত—উদয় হয়নি; নির্বেদঃ—বিরক্তি; ম্রিয়মাণঃ—পালিত হয়ে; স্বয়ম্—নিজে নিজে; ভূতৈঃ—পালিতদের দ্বারা; জরয়া—বৃদ্ধ অবস্থায়; উপাত্ত—প্রাপ্ত; বৈরূপ্যঃ—বিরূপ; মরণ—মৃত্যু; অভিমুখঃ—আসন্ন; গৃহে—গৃহে।

অনুবাদ

কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই মূর্খ সংসার জীবনের প্রতি বিরক্ত হয় না। যাদের সে এক সময় পালন করেছিল, তাদেরই দ্বারা অবজ্ঞাভরে সে পালিত হয়। জরার প্রভাবে বিরূপাকৃতি হয়ে, সে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে।

তাৎপর্য

পারিবারিক আসক্তি এতই প্রবল যে, বৃদ্ধ অবস্থায় নিজের পরিবারের সদস্যদের দ্বারা উপেক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও, সে পরিবারের প্রতি তার প্রেম ত্যাগ করতে পারে না, এবং সেই গৃহে ঠিক একটি কুকুরের মতো সে অবস্থান করে। বৈদিক জীবন ধারায় মানুষকে সবল থাকা কালেই পারিবারিক জীবন ত্যাগ করতে হয়। সেখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, অত্যন্ত দুর্বল এবং জড় কার্যকলাপের দ্বারা বিভ্রান্ত

হওয়ার পূর্বে, এবং রোগগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে, মানুষের উচিত গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে জীবনের বাকি দিনগুলি ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণরূপে যুক্ত করা। তাই, বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পঞ্চাশ বছর বয়স অতিক্রম করা মাত্রই, গৃহস্থের কর্তব্য সংসার জীবন পরিত্যাগ করে একাকী বনে বাস করা। এইভাবে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করার পর, প্রতিটি ঘরে ঘরে পারমার্থিক জ্ঞান প্রদান করার জন্য, তার উচিত সন্ন্যাস গ্রহণ করা।

শ্লোক ১৫

আস্তেঽবমত্যোপন্যস্তং গৃহপাল ইবাহরন্ ।
আময়াব্যপ্রদীপ্তাগ্নিরল্পাহারোঽল্পচেষ্টিতঃ ॥ ১৫ ॥

আস্তে—থাকে; **অবমত্যা**—উপেক্ষিতভাবে; **উপন্যস্তম্**—যা দেওয়া হয়; **গৃহপালঃ**—কুকুর; **ইব**—মতো; **আহরন্**—আহার করে; **আময়াবী**—রোগগ্রস্ত; **অপ্রদীপ্তাগ্নিঃ**—অজীর্ণ রোগাক্রান্ত; **অল্প**—স্বল্প পরিমাণ; **আহারঃ**—আহার; **অল্প**—স্বল্প পরিমাণ; **চেষ্টিতঃ**—কর্মক্ষমতা।

অনুবাদ

এইভাবে সে গৃহে ঠিক একটি পোষা কুকুরের মতো থাকে এবং অবহেলাভরে তাকে যা দেওয়া হয়, তাই সে খায়। অগ্নিমান্দ্য, অরুচি আদি নানা রকম রোগগ্রস্ত হয়ে, সে কেবল অল্প একটু আহার করে, এবং অক্ষম হওয়ার ফলে, কোন রকম কাজ করতে পারে না।

তাৎপর্য

মৃত্যুর পূর্বে মানুষকে অবশ্যই রোগগ্রস্ত এবং অক্ষম হয়ে পড়তে হয়, এবং সে যখন তার পরিবারের সদস্যদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়, তখন নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার ফলে, তার জীবন একটি কুকুরের থেকেও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। তাই বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এই প্রকার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পৌঁছাবার পূর্বেই, মানুষের কর্তব্য গৃহত্যাগ করা, এবং আত্মীয়-স্বজনদের থেকে দূরে মৃত্যুবরণ করা। মানুষ যদি গৃহত্যাগ করে, আত্মীয়-স্বজনদের জানবার কোন রকম সুযোগ না দিয়ে মৃত্যুবরণ করে, তা হলে তাকে মহিমান্বিত মৃত্যু বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু সংসারে আসক্ত মানুষ চায় যে, তার মৃত্যুর পরেও তার পরিবারের লোকেরা এক বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে তাকে বহন করে নিয়ে যাবে। যদিও

সে নিজে সেই শোভাযাত্রাটি দেখতে পাবে না, তবুও সে আকাঙ্ক্ষা করে যে, জাঁকজমক সহকারে শোভাযাত্রার মাধ্যমে তার দেহটি যেন নিয়ে যাওয়া হয়। সে যদিও জানে না যে, তার দেহ ত্যাগের পর পরবর্তী জীবনে সে কোথায় যাবে, তবুও সে নিজেকে সুখী বলে মনে করে।

শ্লোক ১৬

বায়ুনোৎক্রমতোত্তারঃ কফসংরুদ্ধনাড়িকঃ ।
কাসশ্বাসকৃতায়াসঃ কণ্ঠে ঘুরঘুরায়তে ॥ ১৬ ॥

বায়ুনা—বায়ুর দ্বারা; **উৎক্রমতা**—বেরিয়ে আসে; **উত্তারঃ**—চক্ষু; **কফ**—কফ; **সংরুদ্ধ**—অবরুদ্ধ; **নাড়িকঃ**—শ্বাসনালী; **কাস**—কাশি; **শ্বাস**—নিঃশ্বাস; **কৃত**—করে; **আয়াসঃ**—কষ্ট; **কণ্ঠে**—গলায়; **ঘুর-ঘুরায়তে**—ঘুর-ঘুর শব্দ করে।

অনুবাদ

সেই রুগ্ন অবস্থায়, ভিতরের বায়ুর চাপে, তার চক্ষু ঠিকরে বেরিয়ে আসে, এবং কফের দ্বারা তার শ্বাসনালী রুদ্ধ হয়ে যায়। তার নিঃশ্বাস নিতে তখন খুব কষ্ট হয় এবং তার গলা দিয়ে 'ঘুর-ঘুর' শব্দ বের হয়।

শ্লোক ১৭

শয়ানঃ পরিশোচদ্ভিঃ পরিবীতঃ স্ববন্ধুভিঃ ।
বাচ্যমানোঽপি ন ব্রূতে কালপাশবশং গতঃ ॥ ১৭ ॥

শয়ানঃ—শয়ন করে; **পরিশোচদ্ভিঃ**—শোক করে; **পরিবীতঃ**—পরিবৃত; **স্ব-বন্ধুভিঃ**—তার আত্মীয় এবং বন্ধুদের দ্বারা; **বাচ্যমানঃ**—বলতে অনুরোধ করা হয়; **অপি**—যদিও; **ন**—না; **ব্রূতে**—বলে; **কাল**—কালের; **পাশ**—বন্ধন; **বশম্**—বশীভূত হয়ে; **গতঃ**—গত।

অনুবাদ

এইভাবে সে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করে। তার আত্মীয় এবং বন্ধুরা তাকে ঘিরে তখন শোক করতে থাকে, এবং যদিও সে তাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়, তবুও কালপাশের বশবর্তী হয়ে সে আর তাদের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না।

তাৎপর্য

মানুষ যখন মৃত্যু শয্যায় শয়ন করে, তখন লৌকিকতা প্রদর্শন করার জন্য তার আত্মীয়-স্বজনেরা আসে, এবং কখনও কখনও তারা মৃত ব্যক্তিকে "হে পিতঃ!" "হে বন্ধু!" অথবা "হে পতিদেবতা!" ইত্যাদি বলে মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে। সেই করুণ অবস্থায় মৃত্যুর পথযাত্রী তাদের সঙ্গে কথা বলতে চায় এবং তার ইচ্ছা ব্যক্ত করতে চায়, কিন্তু যেহেতু সে তখন সম্পূর্ণরূপে কালের বা মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই সে আর কিছু বলতে পারে না, এবং তার ফলে সে অবর্ণনীয় বেদনা অনুভব করে। তার ব্যাধির জন্য সে ইতিমধ্যেই এক অত্যন্ত বেদনাদায়ক অবস্থায় রয়েছে, এবং তার গ্রন্থিগুলি ও কণ্ঠ কফের দ্বারা রুদ্ধ হয়ে গেছে। সে এক অত্যন্ত বেদনাদায়ক অবস্থায় রয়েছে, এবং তার আত্মীয়-স্বজনেরা যখন এইভাবে তাকে সম্বোধন করে ক্রন্দন করে, তখন তার শোক বর্ধিত হয়:

শ্লোক ১৮

এবং কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতাত্মাজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
ম্রিয়তে রুদতাং স্বানামুরুবেদনয়াস্তধীঃ ॥ ১৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **কুটুম্ব-ভরণে**—পরিবার প্রতিপালনে; **ব্যাপৃত**—মগ্ন; **আত্মা**—তার মন; **অজিত**—অসংযত; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়; **ম্রিয়তে**—মারা যায়; **রুদতাম্**—রোরুদ্যমান; **স্বানাম্**—আত্মীয়-স্বজনদের; **উরু**—মহান; **বেদনয়া**—বেদনায়; **অস্ত**—বিহীন; **ধীঃ**—চেতনা।

অনুবাদ

এইভাবে, অসংযত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কুটুম্বভরণে ব্যাপৃত ব্যক্তি তার আত্মীয়-স্বজনদের এইভাবে ক্রন্দন করতে দেখে গভীর দুঃখে তার প্রাণ ত্যাগ করে। সে অসহ্য বেদনায় অচেতন হয়ে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর সময় মানুষ সেই চিন্তায় মগ্ন হয়, যা সে সারা জীবন অনুশীলন করেছে। যে ব্যক্তি সারা জীবন তার পরিবারের ভরণ-

পোষণের অতিরিক্ত অন্য কোন বিষয় চিন্তা করেনি, তার অন্তিম সময়ে পারিবারিক বিষয়ের কথাই চিন্তা হবে। সাধারণ মানুষদের জন্য এইটি স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষ তার নিয়তি সম্বন্ধে অবগত নয়; সে কেবল তার ক্ষণস্থায়ী জীবনে তার পরিবার প্রতিপালনেই ব্যস্ত থাকে। অন্তিম অবস্থায়, তার পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য সে যা করেছে, তাতে কেউই সন্তুষ্ট হতে পারে না; সকলেই মনে করে যে, সে যথেষ্ট আয়োজন করে যেতে পারেনি। পরিবারের প্রতি এই গভীর আসক্তির ফলে, তার জীবনের প্রধান কর্তব্য ইন্দ্রিয় সংযম এবং পারমার্থিক চেতনার উন্নতি সাধনের কথা সে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। অনেক সময় মৃত্যুর পথযাত্রী ব্যক্তি তার পুত্র অথবা অন্য কোন আত্মীয়দের উপর পরিবারের দায়িত্ব অর্পণ করে বলে, "আমি চলে যাচ্ছি। তুমি পরিবারের দেখাশোনা করো।" সে জানে না সে কোথায় যাচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মৃত্যুর সময় কিভাবে তার পরিবারের প্রতিপালন হবে, সেই চিন্তায় সে ব্যাকুল হয়। কখনও কখনও দেখা যায় যে, মৃত্যুর পথযাত্রী ব্যক্তি চিকিৎসকের কাছে অনুরোধ করে, তিনি যেন তার আয়ু আরও কয়েক বছর অন্তত বাড়িয়ে দেন, যাতে তার পরিবার প্রতিপালনের জন্য সে যে-সমস্ত পরিকল্পনাগুলি করেছিল, সেইগুলি সম্পূর্ণ করে যেতে পারে। এইগুলি হচ্ছে বদ্ধ জীবের ভবরোগ। সে তার আসল কৃষ্ণভক্তির কথা ভুলে যায় এবং সর্বদা ঐকান্তিকভাবে পরিকল্পনা করে, কিভাবে তার পরিবার প্রতিপালন হবে, যদিও সে একের পর এক পরিবার পরিবর্তন করছে।

শ্লোক ১৯

যমদূতৌ তদা প্রাপ্তৌ ভীমৌ সরভসেক্ষণৌ ।
স দৃষ্ট্বা ত্রস্তহৃদয়ঃ শকৃন্মূত্রং বিমুঞ্চতি ॥ ১৯ ॥

যম-দূতৌ—যমরাজের দুই দূত; **তদা**—তখন; **প্রাপ্তৌ**—এসে উপস্থিত হয়; **ভীমৌ**—ভয়ঙ্কর; **স-রভস**—ক্রোধপূর্ণ; **ঈক্ষণৌ**—চক্ষু; **সঃ**—সে; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **ত্রস্ত**—ভীত; **হৃদয়ঃ**—হৃদয়; **শকৃৎ**—মল; **মূত্রম্**—মূত্র; **বিমুঞ্চতি**—ত্যাগ করে।

অনুবাদ

মৃত্যুর সময়, সক্রোধনেত্র ভয়ঙ্কর যমদূতদের সে তার কাছে আসতে দেখে, এবং তখন মহাভয়ে সে মল-মূত্র ত্যাগ করতে থাকে।

তাৎপর্য

বর্তমান শরীর ত্যাগ করার পর, জীবের দুই প্রকার দেহান্তর হয়। এক প্রকার দেহান্তর হচ্ছে পাপকর্মের নিয়ন্ত্রণকারী যমরাজের কাছে যাওয়া, এবং অন্যটি হচ্ছে বৈকুণ্ঠলোক পর্যন্ত উচ্চতর লোকে যাওয়া। এখানে ভগবান কপিলদেব বর্ণনা করেছেন, ইন্দ্রিয় সুখভোগ পরায়ণ যে-সমস্ত মানুষ পরিবার প্রতিপালনের কাজে ব্যস্ত থাকে, তাদের সঙ্গে যমদূতেরা কিভাবে আচরণ করে। যে সমস্ত মানুষ প্রবলভাবে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন করেছে, মৃত্যুর সময় যমদূতেরা তাদের তত্ত্বাবধায়ক হয়। তারা মৃত ব্যক্তিকে যমালয়ে নিয়ে যায়। সেখানকার অবস্থা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২০

যাতনাদেহ আবৃত্য পাশৈর্বদ্ধ্বা গলে বলাৎ ।
নয়তো দীর্ঘমধ্বানং দণ্ড্যং রাজভটা যথা ॥ ২০ ॥

যাতনা—দণ্ড দেওয়ার জন্য; দেহে—তার দেহ; আবৃত্য—আচ্ছাদিত; পাশৈঃ—রজ্জুর দ্বারা, বদ্ধ্বা—বন্ধন করে; গলে—গলায়; বলাৎ—বলপূর্বক; নয়তঃ—নিয়ে যায়; দীর্ঘম্—দীর্ঘ; অধ্বানম্—দূরত্ব; দণ্ড্যম্—অপরাধী; রাজ-ভটাঃ—রাজার সৈনিক; যথা—যেমন।

অনুবাদ

রাজ্যের পাহারাদারেরা যেমন অপরাধীকে দণ্ড দেওয়ার জন্য গ্রেপ্তার করে, তেমনই যে-ব্যক্তি অপরাধজনক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্যে যুক্ত ছিল, তাকে যমদূতেরা একটি শক্ত দড়ি দিয়ে তার গলায় বাঁধে এবং তার সূক্ষ্ম দেহকে আবৃত করে, যাতে তাকে অত্যন্ত কঠোর দণ্ড দেওয়া যায়।

তাৎপর্য

প্রতিটি জীবই সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীরের দ্বারা আচ্ছাদিত। সূক্ষ্ম দেহটি হচ্ছে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্তের আবরণ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, যমদূতেরা অপরাধীর সূক্ষ্ম দেহ আচ্ছাদিত করে যমালয়ে নিয়ে যায়, যেখানে তাকে এমনভাবে দণ্ড দেওয়া হয়, যা সে সহ্য করতে পারে। সেই দণ্ডভোগের ফলে তার মৃত্যু হয় না, কারণ যদি সে মরে যায়, তা হলে সেই দণ্ড কে ভোগ করবে? কাউকে হত্যা

করা যমদূতদের কার্য নয়। প্রকৃত পক্ষে, জীবকে হত্যা করা কখনই সম্ভব নয়, কারণ বাস্তবে সে হচ্ছে নিত্য। তাকে কেবল তার ইন্দ্রিয় সুখভোগের কর্মের ফল ভোগ করতে হয়।

চৈতন্য-চরিতামৃতে দণ্ডদানের বিধি বর্ণিত হয়েছে। পুরাকালে রাজার প্রহরীরা কয়েদিকে একটি নৌকায় করে মাঝনদীতে নিয়ে যেত, এবং সেখানে তার চুলের মুঠি ধরে সম্পূর্ণরূপে জলের নীচে তাকে ডোবানো হত, এবং যখন তার দম প্রায় বন্ধ হয়ে যেত, তখন রাজার প্রহরীরা তাকে জল থেকে তুলে অল্প ক্ষণের জন্য কেবল শ্বাস নিতে দিত এবং তার পর আবার তাকে জলে ডোবানো হত। ভগবৎ বিস্মৃত জীবেদের যমরাজ এইভাবে দণ্ড দেন, যা পরবর্তী শ্লোকগুলিকে বর্ণিত হবে।

শ্লোক ২১

তয়োর্নির্ভিন্নহৃদয়স্তর্জনৈর্জাতবেপথুঃ ।
পথি শ্বভির্ভক্ষ্যমাণ আর্তোঽঘং স্বমনুস্মরন্ ॥ ২১ ॥

তয়োঃ—যমদূতদের; **নির্ভিন্ন**—বিদীর্ণ; **হৃদয়ঃ**—হৃদয়; **তর্জনৈঃ**—তিরস্কারের দ্বারা; **জাত**—উৎপন্ন; **বেপথুঃ**—কম্পন; **পথি**—পথে; **শ্বভিঃ**—কুকুরদের দ্বারা; **ভক্ষ্যমাণঃ**—ভক্ষণ করে; **আর্তঃ**—পীড়িত; **অঘম্**—পাপ; **স্বম্**—তার; **অনুস্মরন্**—স্মরণ করে।

অনুবাদ

এইভাবে যমদূতেরা যখন তাকে নিয়ে যায়, তখন তার হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং তার সর্ব শরীর কাঁপতে থাকে। পথিমধ্যে কুকুরেরা তাকে কামড়াতে থাকে এবং তখন সে তার সমস্ত পাপকর্মের কথা স্মরণ করে। এইভাবে সে অত্যন্ত ব্যথিত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে মনে হয় যে, এই লোক থেকে যমলোকে যাওয়ার সময়, যমদূতদের দ্বারা বন্দি অপরাধীর সঙ্গে অনেক কুকুরের সাক্ষাৎ হয় এবং তারা তাকে তার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অপরাধজনক কার্যকলাপের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য গর্জন করে এবং তাকে কামড়ায়। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, যখন কেউ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে, তখন সে অন্ধ হয়ে যায় এবং তার সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সে সব কিছু ভুলে যায়। *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ*। কেউ যখন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়, তখন সে তার সমস্ত বুদ্ধি হারিয়ে

ফেলে, এবং সে ভুলে যায় যে, তার পরিণাম তাকে ভোগ করতে হবে। এখানে যমরাজের কুকুরদের দ্বারা সে তার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্যকলাপের কথা মনে করার সুযোগ পায়। আমাদের স্থূল দেহে জীবিত থাকার সময়, আধুনিক সরকারও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির এই সমস্ত কার্যকলাপে অনুপ্রাণিত করে। সারা পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রে, জনগণ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির দ্বারা এই ধরনের কার্যকলাপে সরকার কর্তৃক অনুপ্রাণিত হচ্ছে। মেয়েদের জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পিল সরবরাহ করা হচ্ছে, এবং তাদের হাসপাতালে ও ডাক্তারখানায় গর্ভপাত করতে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ফলে এই সমস্ত হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে, যৌন জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুসন্তান উৎপাদন করা, কিন্তু মানুষের যেহেতু তাদের ইন্দ্রিয়ের উপর কোন সংযম নেই এবং ইন্দ্রিয় সংযমের শিক্ষা দেওয়ার কোন প্রতিষ্ঠান নেই, তাই সেই সমস্ত দুর্ভাগা ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অপরাধের শিকার হয়, এবং মৃত্যুর পর তাদের দণ্ডভোগ করতে হয়, যার বর্ণনা *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকগুলিতে করা হয়েছে।

শ্লোক ২২

ক্ষুত্তট্পরীতোঽর্কদবানলানিলৈঃ
সন্তপ্যমানঃ পথি তপ্তবালুকে ।
কৃচ্ছ্রেণ পৃষ্ঠে কশয়া চ তাড়িত-
শ্চলত্যশক্তোঽপি নিরাশ্রমোদকে ॥ ২২ ॥

ক্ষুৎ-তৃট্—ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার দ্বারা; **পরীতঃ**—জর্জরিত; **অর্ক**—সূর্য; **দব-অনল**—দাবানল; **অনিলৈঃ**—বায়ুর দ্বারা; **সন্তপ্যমানঃ**—দগ্ধ হয়ে; **পথি**—পথে; **তপ্ত বালুকে**—তপ্ত বালুকার; **কৃচ্ছ্রেণ**—কষ্টপূর্বক; **পৃষ্ঠে**—পিঠে; **কশয়া**—চাবুকের দ্বারা; **চ**—এবং; **তাড়িতঃ**—আহত; **চলতি**—সে চলে; **অশক্তঃ**—অসমর্থ; **অপি**—যদিও; **নিরাশ্রম-উদকে**—আশ্রয় অথবা জল ছাড়া।

অনুবাদ

অপরাধীকে তীব্র সূর্য-কিরণে, তপ্ত বালুকার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে হয়, যার দুপাশে দাবানল জ্বলে। সে যখন হাঁটতে অসমর্থ হয়, তখন যমদূতেরা তার পিঠে চাবুক দিয়ে আঘাত করে, এবং সে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় পীড়িত হলেও দুর্ভাগ্যবশত সেখানে কোন জল নেই, আশ্রয় নেই এবং বিশ্রামের কোন স্থান নেই।

শ্লোক ২৩

তত্র তত্র পতঞ্ছ্রান্তো মূর্চ্ছিতঃ পুনরুত্থিতঃ ।
পথা পাপীয়সা নীতস্তরসা যমসাদনম্ ॥ ২৩ ॥

তত্র তত্র—এখানে-ওখানে; পতন্—পতিত হয়; শ্রান্তঃ—পরিশ্রান্ত; মূর্চ্ছিতঃ—অচেতন; পুনঃ—পুনরায়; উত্থিতঃ—ওঠে; পথা—পথে; পাপীয়সা—অত্যন্ত অশুভ; নীতঃ—নীত; তরসা—শীঘ্র; যম-সাদনম্—যমরাজের কাছে।

অনুবাদ

যমালয়ের পথে যেতে যেতে সে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে যায়, এবং কখনও কখনও সে অচেতন হয়ে পড়ে, কিন্তু তাকে জোর করে উঠতে বাধ্য করা হয়। এইভাবে শীঘ্রই তাকে যমরাজের সামনে নিয়ে আসা হয়।

শ্লোক ২৪

যোজনানাং সহস্রাণি নবতিং নব চাধ্বনঃ ।
ত্রিভির্মুহূর্তৈর্দ্বাভ্যাং বা নীতঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ ॥ ২৪ ॥

যোজনানাম্—যোজনের; সহস্রাণি—সহস্র; নবতিম্—নব্বই; নব—নয়; চ—এবং; অধ্বনঃ—দূর থেকে; ত্রিভিঃ—তিন; মুহূর্তৈঃ—মুহূর্তের মধ্যে; দ্বাভ্যাম্—দুই; বা—অথবা; নীতঃ—নিয়ে আসা হয়; প্রাপ্নোতি—প্রাপ্ত হয়; যাতনাঃ—দণ্ড।

অনুবাদ

এইভাবে দুই-তিন মুহূর্তের মধ্যে তাকে নিরানব্বই হাজার যোজন পথ অতিক্রম করতে হয়, এবং তার পর তাকে তৎক্ষণাৎ ঘোর যন্ত্রণাদায়ক দণ্ড দান করা হয়, যা ভোগ করতে সে বাধ্য হয়।

তাৎপর্য

এক যোজন হচ্ছে আট মাইল, অতএব তাকে ৭,৯২,০০০ মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। এই দীর্ঘ দূরত্ব কেবল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অতিক্রম করতে হয়। যমদূতেরা সূক্ষ্ম শরীরকে আচ্ছাদিত করে, যাতে জীব এই দীর্ঘ

পথ শীঘ্রই অতিক্রম করতে পারে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত যন্ত্রণাও সহ্য করতে পারে। সেই আবরণটি যদিও জড়, তা এত সূক্ষ্ম উপাদান দিয়ে তৈরি, যা জড় বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পারে না, এই আবরণটি কি বস্তু। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ৭,৯২,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করা আধুনিক অন্তরীক্ষ যাত্রীদের কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে। তারা এখন পর্যন্ত কেবল ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল গতিতে ভ্রমণ করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই যে, যমদূতেরা যখন পাপীদের যমালয়ে নিয়ে যায়, তখন তারা কেবল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ৭,৯২,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে, যদিও এই পন্থাটি চিন্ময় নয়, জড়।

শ্লোক ২৫

আদীপনং স্বগাত্রাণাং বেষ্টয়িত্বোল্মুকাদিভিঃ ।
আত্মমাংসাদনং ক্বাপি স্বকৃত্তং পরতোঽপি বা ॥ ২৫ ॥

আদীপনম্—আগুন জ্বালিয়ে; **স্ব-গাত্রাণাম্**—তাদের নিজেদের অঙ্গের; **বেষ্টয়িত্বা**—বেষ্টিত করে; **উল্মুক-আদিভিঃ**—জ্বলন্ত কাষ্ঠ আদির দ্বারা; **আত্ম-মাংস**—তার নিজের মাংস; **অদনম্**—ভক্ষণ করে; **ক্ব-অপি**—কখনও কখনও; **স্ব-কৃত্তম্**—নিজে করছে; **পরতঃ**—অন্যের দ্বারা; **অপি**—ও; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

তাকে জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে রেখে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দগ্ধ করা হয়, কখনও কখনও তার নিজের মাংস তাকে খেতে বাধ্য করা হয় অথবা অন্যেরা তার মাংস খায়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে পরবর্তী তিনটি শ্লোকে যমালয়ে দণ্ডের বর্ণনা করা হবে। প্রথম বর্ণনাটি হচ্ছে, অপরাধীকে আগুনে দগ্ধ হয়ে, নিজের মাংস খেতে হয় অথবা সেখানে তার মতো যারা উপস্থিত, তারা তার মাংস খায়। গত মহাযুদ্ধের সময়, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কখনও কখনও নিজেদের বিষ্ঠা মানুষকে খেতে হয়েছিল, সুতরাং যারা অন্যের মাংস খেয়ে অত্যন্ত আনন্দদায়ক জীবন যাপন করেছিল, যমালয়ে তাদের যে নিজেদের মাংস খেতে হয়, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

শ্লোক ২৬

জীবতশ্চান্ত্রাভ্যুদ্ধারঃ শ্বগৃধ্রৈর্যমসাদনে ।
সর্পবৃশ্চিকদংশাদ্যৈর্দশদ্ভিশ্চাত্মবৈশসম্ ॥ ২৬ ॥

জীবতঃ—জীবিত; **চ**—এবং; **অন্ত্র**—তার নাড়িভুঁড়ি; **অভ্যুদ্ধারঃ**—টেনে বার করে; **শ্ব-গৃধ্রৈঃ**—কুকুর এবং শকুনিদের দ্বারা; **যম-সাদনে**—যমালয়ে; **সর্প**—সর্পের দ্বারা; **বৃশ্চিক**—বৃশ্চিক; **দংশ**—দংশক; **আদ্যৈ**—ইত্যাদি; **দশদ্ভিঃ**—দংশনে; **চ**—এবং; **আত্ম-বৈশসম্**—নিজের উৎপীড়ন।

অনুবাদ

নরকের কুকুর এবং শকুনিরা তার নাড়ি সকল টেনে বার করে, এবং তা সত্ত্বেও সে জীবিত থাকে এবং তা দেখে। সর্প, বৃশ্চিক, দংশক ইত্যাদি প্রাণী তাকে দংশন করে এবং তার ফলে সে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে।

শ্লোক ২৭

কৃন্তনং চাবয়বশো গজাদিভ্যো বিদাপনম্ ।
পাতনং গিরিশৃঙ্গেভ্যো রোধনং চাম্বুগর্তয়োঃ ॥ ২৭ ॥

কৃন্তনম্—কাটা হয়; **চ**—এবং; **অবয়বশঃ**—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; **গজ-আদিভ্যঃ**—হাতি আদির দ্বারা; **বিদাপনম্**—বিদীর্ণ করে; **পাতনম্**—নীচে ছুঁড়ে ফেলা হয়; **গিরি**—পাহাড়ের; **শৃঙ্গেভ্যঃ**—চূড়া থেকে; **রোধনম্**—অবরুদ্ধ করে; **চ**—এবং; **অম্বু-গর্তয়োঃ**—জলে অথবা গুহায়।

অনুবাদ

তার পর তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি খণ্ড খণ্ড করে কাটা হয় এবং হস্তীর দ্বারা বিদীর্ণ করা হয়। তাকে পর্বতশৃঙ্গ থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়, এবং জলে অথবা গুহায় তাকে অবরুদ্ধ করা হয়।

শ্লোক ২৮

যাস্তামিস্রান্ধতামিস্রা রৌরবাদ্যাশ্চ যাতনাঃ ।
ভুঙ্‌ক্তে নরো বা নারী বা মিথঃ সঙ্গেন নির্মিতাঃ ॥ ২৮ ॥

যাঃ—যা; **তামিস্র**—একটি নরকের নাম; **অন্ধ-তামিস্রঃ**—একটি নরকের নাম; **রৌরব**—একটি নরকের নাম; **আদ্যাঃ**—ইত্যাদি; **চ**—এবং; **যাতনাঃ**—দণ্ড; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **নরঃ**—মানুষ; **বা**—অথবা; **নারী**—স্ত্রী; **বা**—অথবা; **মিথঃ**—পরস্পর; **সঙ্গেন**—সঙ্গের দ্বারা; **নির্মিতাঃ**—নির্মিত।

অনুবাদ

পুরুষ এবং স্ত্রী, যাদের জীবন অবৈধ যৌন আচরণের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়েছিল, তাদের তামিস্র, অন্ধতামিস্র এবং রৌরব নামক নরকে নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক জীবন যৌন জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবন সংগ্রামে নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করছে যে-সমস্ত জড়বাদী ব্যক্তি, তাদের অস্তিত্ব যৌন সুখভোগের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই, বৈদিক সভ্যতায় কেবল সীমিত যৌন জীবনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে; তা কেবল বিবাহিত দম্পতির সন্তান উৎপাদনের জন্য। কিন্তু যখন ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য অন্যায়ভাবে এবং অবৈধভাবে যৌন সংযোগ হয়, তখন পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়কেই এই জগতে অথবা মৃত্যুর পর কঠোর দণ্ডভোগের জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়। এই পৃথিবীতেও সিফিলিস, গনোরিয়া আদি তীব্র যন্ত্রণাদায়ক রোগে তাদের শাস্তিভোগ করতে হয়, এবং পরবর্তী জীবনে, যন্ত্রণা ভোগের জন্য তাদের নানাবিধ নরকে নিক্ষেপ করা হয়, যার বর্ণনা *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতার* প্রথম অধ্যায়েও অবৈধ যৌন জীবনের তীব্রভাবে নিন্দা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যারা অবৈধ যৌন জীবনের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন করে, তাদের নরকে নিক্ষেপ করা হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এখানেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সেই সমস্ত অপরাধীদের তামিস্র, অন্ধতামিস্র এবং রৌরব নরকে নিক্ষেপ করা হয়।

শ্লোক ২৯

অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষতে ।
যা যাতনা বৈ নারক্যস্তা ইহাপ্যুপলক্ষিতাঃ ॥ ২৯ ॥

অত্র—এই পৃথিবীতে; **এব**—এমন কি; **নরকঃ**—নরক; **স্বর্গঃ**—স্বর্গ; **ইতি**—এইভাবে; **মাতঃ**—হে মাতা; **প্রচক্ষতে**—বলা হয়; **যাঃ**—যা; **যাতনাঃ**—যন্ত্রণা; **বৈ**—

নিশ্চয়ই; **নারক্যঃ**—নারকীয়; **তাঃ**—তারা; **ইহ**—এখানে; **অপি**—ও; **উপলক্ষিতাঃ**—দৃষ্টিগোচর হয়।

অনুবাদ

ভগবান কপিলদেব বললেন—হে মাতঃ! কখনও কখনও বলা হয় যে, এই পৃথিবীতেই নরক অথবা স্বর্গের অনুভব হয়, কারণ কখনও কখনও এই পৃথিবীতেও নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখা যায়।

তাৎপর্য

কখনও কখনও নাস্তিকেরা নরক সম্বন্ধে শাস্ত্রের এই বর্ণনা বিশ্বাস করে না। তারা এই প্রকার প্রামাণিক বর্ণনার অবহেলা করে। ভগবান কপিলদেব তাই তা প্রতিপন্ন করে বলেছেন যে, এই পৃথিবীতেও সেই সমস্ত নারকীয় অবস্থা দেখা যায়। এমন নয় যে, তা কেবল যমলোকেই হয়। যমলোকে সেই নারকীয় পরিস্থিতিতে পাপীদের থাকবার সুযোগ দেওয়া হয়, যা তাকে তার পরবর্তী জীবনে সহ্য করতে হবে, এবং তার পর তাকে সেই নারকীয় জীবন ভোগ করার জন্য, অন্য আর একটি লোকে জন্ম গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, নরকে যদি কোন ব্যক্তিকে মল-মূত্র খাওয়ার দণ্ড দেওয়া হয়, সেইটি প্রথমে সে যমলোকে অভ্যাস করে, এবং তার পর তাকে শূকরের শরীরের মতো একটি বিশেষ শরীর দেওয়া হয়, যাতে সে মল-মূত্র আহার করে মনে করে যে, সে তার জীবন উপভোগ করছে। পূর্বে বলা হয়েছে, যে-কোন নারকীয় অবস্থায় বদ্ধ জীব মনে করে, সে সুখী। তা না হলে, তার পক্ষে নরক যন্ত্রণা ভোগ করা সম্ভব হত না।

শ্লোক ৩০

এবং কুটুম্বং বিভ্রাণ উদরম্ভর এব বা ।
বিসৃজ্যেহোভয়ং প্রেত্য ভুঙ্‌ক্তে তৎফলমীদৃশম্ ॥ ৩০ ॥

এবম্—এইভাবে; **কুটুম্বম্**—আত্মীয়-স্বজনদের; **বিভ্রাণঃ**—পালনকারী; **উদরম্**—উদর; **ভরঃ**—ভরণ-পোষণকারী; **এব**—কেবল; **বা**—অথবা; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **ইহ**—এখানে; **উভয়ম্**—তারা উভয়ে; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **তৎ**—তার; **ফলম্**—ফল; **ঈদৃশম্**—এই প্রকার।

অনুবাদ

যে মানুষ পাপ কর্মের দ্বারা নিজেকে এবং তার পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণ করেছিল, এই শরীর ত্যাগ করার পর, তাকে নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, এবং তার আত্মীয়-স্বজনদেরও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

তাৎপর্য

আধুনিক সভ্যতার ভ্রান্তি হচ্ছে এই যে, মানুষ পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে বিশ্বাস করে না। তারা বিশ্বাস করুক বা না-ই করুক, পরবর্তী জীবন রয়েছে, এবং কেউ যদি *বেদ, পুরাণ* আদি প্রামাণিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে দায়িত্বশীল জীবন যাপন না করে, তা হলে তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে। মনুষ্যেতর প্রাণীরা তাদের কার্যকলাপের জন্য দায়ী নয়, কারণ তাদের কোন এক বিশেষভাবে আচরণ করানো হয়, কিন্তু মনুষ্য চেতনা-সমন্বিত বিকশিত জীবনে, কেউ যদি তার কার্যকলাপের জন্য দায়ী না হয়, তা হলে এখানকার বর্ণনা অনুসারে, তাকে অবশ্যই নারকীয় জীবন ভোগ করতে হবে।

শ্লোক ৩১

একঃ প্রপদ্যতে ধ্বান্তং হিত্বেদং স্বকলেবরম্ ।
কুশলেতরপাথেয়ো ভূতদ্রোহেণ যদ্ ভৃতম্ ॥ ৩১ ॥

একঃ—একলা; **প্রপদ্যতে**—প্রবেশ করে; **ধ্বান্তম্**—অন্ধকার; **হিত্বা**—ত্যাগ করার পর; **ইদম্**—এই; **স্ব**—তার; **কলেবরম্**—দেহ; **কুশল-ইতর**—পাপ; **পাথেয়ঃ**—সম্বল; **ভূত**—অন্য জীবেদের; **দ্রোহেণ**—হিংসার দ্বারা; **যৎ**—যে দেহ; **ভৃতম্**—পালিত হয়েছিল।

অনুবাদ

তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করার পর, সে একলা নরকের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে প্রবেশ করে, এবং অন্য প্রাণীদের প্রতি হিংসা করে সে যে-ধন অর্জন করেছিল, সেই পাপকে পাথেয়রূপে সে সঙ্গে নিয়ে যায়।

তাৎপর্য

মানুষ যখন অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করে তার পরিবার এবং নিজের ভরণ-পোষণ করে, তখন সেই ধন পরিবারের সমস্ত সদস্যরাই উপভোগ করে, কিন্তু তাকে

একলা নরকে যেতে হয়। যে মানুষ অর্থ উপার্জন করে অথবা অন্যের প্রতি হিংসা করে জীবন উপভোগ করে, এবং যে পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে জীবন উপভোগ করে, তাকে এই প্রকার হিংসা পরায়ণ এবং অন্যায় আচরণ-জনিত পাপ কর্মের ফল একলা ভোগ করতে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, কেউ যদি কাউকে হত্যা করে ধন সংগ্রহ করে এবং সেই ধন দিয়ে তার পরিবার প্রতিপালন করে, তখন তার অর্জিত সেই অভিশপ্ত ধন যারা ভোগ করেছিল, তাদেরও আংশিকভাবে তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং নরকে যেতে হবে, কিন্তু যে প্রধান কর্তা তাকে বিশেষভাবে দণ্ডভোগ করতে হয়। জড় সুখভোগের ফল হচ্ছে যে, কেউ তার ধন-সম্পদ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না, সে কেবল তার পাপ কর্মের ফল সঙ্গে নিয়ে যায়। যে ধন-সম্পদ সে উপার্জন করেছিল, তা তাকে এই পৃথিবীতে রেখে যেতে হয় এবং সে কেবল তার কর্মফল সঙ্গে নিয়ে যায়।

এই পৃথিবীতেও কোন মানুষ যদি কাউকে হত্যা করে কিছু ধন সংগ্রহ করে, তার পরিবারের সদস্যেরা যদিও সেই পাপের দ্বারা কলুষিত হয়েছে, তবুও তাদের ফাঁসি দেওয়া হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তিটি হত্যা করেছে এবং তার পরিবার প্রতিপালন করছে, তাকেই হত্যাকারীরূপে ফাঁসি দেওয়া হয়। পাপ কর্মের জন্য অপ্রত্যক্ষভাবে যে ভোগ করেছে, তার থেকে প্রত্যক্ষভাবে যে অপরাধ করেছে, সে বেশি দায়ী। মহান জ্ঞানী চাণক্য পণ্ডিত তাই বলেছেন যে, মানুষের কাছে যা কিছু আছে, তা সব যেন সৎকার্যে বা পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়, কারণ সে তার সম্পদ সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে না। সেইগুলি এইখানেই থাকে এবং তা নষ্ট হয়ে যায়। হয় আমরা ধন-সম্পদ ছেড়ে চলে যাই, অথবা ধন-সম্পদ আমাদের ছেড়ে চলে যায়। আমাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতেই হয়। তাই, যতক্ষণ ধন-সম্পদ আমাদের অধিকারে থাকে, ততক্ষণ কৃষ্ণভক্তি লাভের জন্য তা ব্যয় করা উচিত।

শ্লোক ৩২

দৈবেনাসাদিতং তস্য শমলং নিরয়ে পুমান্ ।
ভুঙ্‌ক্তে কুটুম্বপোষস্য হৃতবিত্ত ইবাতুরঃ ॥ ৩২ ॥

দৈবেন—পরমেশ্বর ভগবানের ব্যবস্থাপনায়; **আসাদিতম্**—প্রাপ্ত; **তস্য**—তার; **শমলম্**—পাপ কর্মের ফল; **নিরয়ে**—নারকীয় অবস্থায়; **পুমান্**—মানুষ; **ভুঙ্‌ক্তে**—

ভোগ করে; **কুটুম্ব-পোষস্য**—পরিবার পোষণের; **হৃত-বিত্তঃ**—যার সম্পদ হারিয়ে গেছে; **ইব**—মতো; **আতুরঃ**—দুঃখী।

অনুবাদ

এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের ব্যবস্থাপনায় কুটুম্ব পোষণকারী ব্যক্তিকে তার পাপ কর্মের ফল ভোগ করার জন্য নারকীয় অবস্থায় নিক্ষেপ করা হয়, তার অবস্থা তখন হৃত-সর্বস্ব ব্যক্তির মতো হয়।

তাৎপর্য

এখানে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে, পাপীরা ঠিক একটি হৃত-সর্বস্ব ব্যক্তির মতো কষ্টভোগ করে। বদ্ধ জীব বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং এইটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এই জীবনের সদ্ব্যবহার না করে কেউ যদি তার তথাকথিত পরিবার প্রতিপালনের জন্য কেবল তা ব্যবহার করে, তা হলে বুঝতে হবে সে অত্যন্ত মূর্খের মতো এবং অবৈধভাবে আচরণ করছে, তার তুলনা সেই ব্যক্তির সঙ্গে করা হয়েছে, যে তার সমস্ত ধন-সম্পদ হারিয়ে ফেলেছে, এবং তা হারাবার ফলে শোক করছে। ধন-সম্পদ হারিয়ে গেলে, সেই জন্য শোক করে কোন লাভ হয় না, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ধন-সম্পদ রয়েছে, ততক্ষণ তা যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করা উচিত এবং তার দ্বারা শাশ্বত লাভ প্রাপ্ত হওয়া উচিত। এখানে কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, মানুষ যেহেতু তার পাপ কর্মের দ্বারা অর্জিত ধন ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, তাই সে তার ধন-সম্পদের সঙ্গে তার পাপ কর্মও ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদিও মানুষ তার পাপ কর্মার্জিত ধন ফেলে রেখে যায়, তবুও দৈবের ব্যবস্থাপনায় (*দৈবেনাসাদিতম্*), সে তার কর্মের ফলটি সঙ্গে নিয়ে যায়। কেউ যখন ধন চুরি করে, ধরা পড়ার পর সে যদি তা ফিরিয়ে দিতে সম্মত হয়, তবুও তাকে সেই অপরাধের দণ্ড থেকে মুক্তি দেওয়া হয় না। রাষ্ট্রের আইনে, সে টাকা ফিরিয়ে দিলেও, তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়। তেমনই, অপরাধের দ্বারা অর্জিত ধন মৃত্যুর সময় যদিও ফেলে রেখে যেতে হয়, কিন্তু দৈবের ব্যবস্থাপনায় সে তার কর্মের ফল সঙ্গে নিয়ে যায়, এবং তাই তাকে নারকীয় জীবন ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ৩৩

কেবলেন হ্যধর্মেণ কুটুম্বভরণোৎসুকঃ ।
যাতি জীবোঽন্ধতামিস্রং চরমং তমসঃ পদম্ ॥ ৩৩ ॥

কেবলেন—কেবল; **হি**—নিশ্চয়ই; **অধর্মেণ**—অধর্ম আচরণের দ্বারা; **কুটুম্ব**—পরিবার; **ভরণ**—পালন; **উৎসুকঃ**—আগ্রহী; **যাতি**—যায়; **জীবঃ**—ব্যক্তি; **অন্ধতামিস্রম্**—অন্ধতামিস্র নামক নরক; **চরমম্**—চরম; **তমসঃ**—অন্ধকারের; **পদম্**—স্থান।

অনুবাদ

অতএব, যে ব্যক্তি অবৈধ উপায়ের দ্বারা তার পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজন পালনে অত্যন্ত উৎসুক, সে অন্ধতামিস্র নামক নরকের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে প্রবেশ করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে তিনটি শব্দ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *কেবলেন* মানে 'কেবল অবৈধ উপায়ের দ্বারা,' *অধর্মেণ* মানে 'পাপপূর্ণ বা অধার্মিক,' এবং *কুটুম্বভরণ* মানে 'পরিবারের ভরণ-পোষণ।' পরিবারের ভরণ-পোষণ করা অবশ্যই গৃহস্থের কর্তব্য, কিন্তু তাকে শাস্ত্রসম্মত বিধি অনুসারে জীবিকা অর্জন করা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান গুণ এবং কর্ম অনুসারে সমাজ ব্যবস্থাকে চারটি বর্ণে বিভক্ত করেছেন। ভগবদ্গীতা ছাড়াও, প্রতিটি সমাজে গুণ এবং কর্ম অনুসারে মানুষের পরিচিতি হয়। যেমন, কেউ যখন কাঠের আসবাবপত্র তৈরি করে, তাকে বলা হয় ছুতোর মিস্ত্রি, এবং কেউ যখন নিহাই এবং লোহা নিয়ে কাজ করে, তাকে বলা হয় কামার। তেমনই ডাক্তারি অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে যে-সমস্ত মানুষ যুক্ত, তাদের বিশেষ কর্তব্য এবং উপাধি রয়েছে। মানব-সমাজের এই সমস্ত কার্যকলাপের বিভাগ ভগবান করেছেন চারটি বর্ণে, যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। *ভগবদ্গীতায়* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদের বিশেষ কর্তব্যসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

মানুষের কর্তব্য তার যোগ্যতা অনুসারে সৎভাবে কর্ম করা। অন্যায়ভাবে কোন কিছু অর্জন করা উচিত নয়। অন্যায়ভাবে বলতে বোঝায়, সে যে-কার্যের যোগ্য নয়, সেই কার্যের দ্বারা। কোন ব্রাহ্মণ যদি ধর্মাচার্যের পদে নিযুক্ত থাকে, যার

কর্তব্য হচ্ছে তার অনুগামীদের পারমার্থিক জীবনের জ্ঞান দান করা, তার যদি ধর্ম-যাজক হওয়ার যোগ্যতা না থাকে, তা হলে সে জনসাধারণকে প্রতারণা করছে। অন্যায়ভাবে কখনও কিছু সংগ্রহ করা উচিত নয়, এই নীতিটি ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের বেলায় প্রযোজ্য। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাঁরা কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁদের জীবিকা নির্বাহের উপায় অত্যন্ত সৎ এবং সরল হওয়া উচিত। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্যায় উপায়ের দ্বারা (*কেবলেন*) তার জীবিকা অর্জন করে, তাকে নরকের অন্ধতম প্রদেশে নিক্ষেপ করা হয়। অন্যথায়, কেউ যদি শাস্ত্রোক্ত বিধিতে এবং সৎ উপায়ে তাঁর পরিবার প্রতিপালন করেন, তা হলে গৃহস্থ হতে কোন আপত্তি নেই।

শ্লোক ৩৪

অধস্তান্নরলোকস্য যাবতীর্যাতনাদয়ঃ ।
ক্রমশঃ সমনুক্রম্য পুনরত্রাব্রজেচ্ছুচিঃ ॥ ৩৪ ॥

অধস্তাৎ—নীচে থেকে; **নর-লোকস্য**—মনুষ্য জন্ম; **যাবতীঃ**—যত; **যাতনা**—দণ্ড; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **ক্রমশঃ**—নিয়মিতক্রমে; **সমনুক্রম্য**—ভোগ করার পর; **পুনঃ**—পুনরায়; **অত্র**—এখানে, এই পৃথিবীতে; **আব্রজেৎ**—ফিরে আসতে পারে; **শুচিঃ**—শুদ্ধ।

অনুবাদ

সমস্ত কষ্টকর নারকীয় অবস্থা ভোগ করার পর এবং নিম্নতম পশু-জীবন থেকে মনুষ্য জন্মের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত স্তর ক্রমশ অতিক্রম করে, এবং এইভাবে দণ্ডভোগ করার মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে, সে পুনরায় এই পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করে।

তাৎপর্য

কারাগারে দণ্ডভোগ করার পর, ঠিক যেমন একটি কয়েদিকে পুনরায় মুক্ত করা হয়, তেমনই যে-ব্যক্তি সর্বদা পাপ আচরণে যুক্ত থেকে অন্যায়ভাবে আচরণ করেছে, তাকে নারকীয় অবস্থায় রাখা হয়, এবং কুকুর, বিড়াল, শূকর আদি নিম্ন স্তরের পশুদের নারকীয় জীবন ভোগ করার পর, সে পুনরায় মনুষ্যরূপে ফিরে আসে। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোগ অনুশীলনে রত ব্যক্তির

যদি সিদ্ধি লাভের পূর্বে কোন না কোন কারণে যোগভ্রষ্ট হয়, তা হলে তার পরবর্তী জীবনে তিনি নিশ্চিতরূপে মনুষ্য-জন্ম লাভ করবেন। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেই প্রকার যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি অত্যন্ত ধনী অথবা অত্যন্ত পুণ্যবান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে পুনরায় পরমার্থের পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পান। 'ধনী পরিবার' বলতে সম্ভ্রান্ত বৈশ্য পরিবার বোঝানো হয়েছে, কারণ সাধারণত যাঁরা ব্যবসা বাণিজ্যে যুক্ত, তাঁরা অত্যন্ত ধনী হন। যে ব্যক্তি আত্ম-উপলব্ধির পন্থায় যুক্ত হয়েছেন, অথবা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়েছেন, তিনি যদি এই জীবনে সিদ্ধি লাভ না করতে পারেন, তা হলে এই প্রকার ধনী পরিবারে অথবা পুণ্যবান ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁকে জন্ম গ্রহণ করতে দেওয়া হবে; উভয় ক্ষেত্রেই, তিনি তাঁর পরবর্তী জীবনে মনুষ্য-সমাজে জন্ম গ্রহণ করার নিশ্চয়তা লাভ করেছেন। এখানে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কেউ যদি তামিস্র অথবা অন্ধতামিস্রের মতো নারকীয় জীবনে প্রবেশ করতে না চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে, যা হচ্ছে সর্বোত্তম যোগ পদ্ধতি, কারণ তিনি যদি এই জীবনে পূর্ণ কৃষ্ণভক্তি লাভ না করতে পারেন, তা হলে অন্তত পরবর্তী জীবনে তিনি যে-মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করবেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তাঁকে নরকে নিক্ষেপ করা যাবে না। কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে শুদ্ধতম জীবন, এবং তা মানুষকে নরকে পতিত হয়ে, কুকুর অথবা শূকর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করা থেকে রক্ষা করে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'ভগবান কপিলদেব কর্তৃক অশুভ সকাম কর্মের বর্ণনা' নামক ত্রিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।